দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 11 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

# জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস এবার প্রশাসনিকভাবে পালিত হচ্ছে না, ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া

জাবি সংবাদদাতা ॥ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ১২ জানুয়ারি এবার প্রশাসনিকভাবে পালিত হচ্ছে না। দেশে বিদেশে জাবির প্রাক্তন ও বর্তমান হাজার হাজার শিক্ষার্থী এ দিনটির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকলেও নানা অজুহাতে জাবি প্রশাসন এবার জাবি দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্তকে পাশ কাটিয়ে গেছে। কখনও আর্থিক সঙ্কট, কখনও সমাবর্তন আয়োজনের অজুহাত, কখনও শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নের কথা বলে প্রশাসন এ দিনটি উদযাপনের ক্ষেত্রে রহস্যজনক ভূমিকা পালন করেছে। এ নিয়ে জাবির প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে কর্মরত কয়েকজন শিক্ষককে এ ব্যাপারে বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য নির্বাচিত সিন্ডিকেট সদস্যগণ, ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বর্তমান প্রশাসনকে ব্যর্থ বলে আখ্যা দিয়েছে। তবে প্রশাসনিকভাবে এ দিবসটি উদযাপিত না হলেও জাবির প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে শিক্ষক হিসাবে কর্মরতরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বিভাগীয় শিক্ষার্থীরা অনাড়ম্বরভাবে এ দিবস পালন করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থানরত প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। ১৯৭১ সালের ১২ জানুয়ারি তৎকালীন আচার্য ভাইস এডমিরাল এসএম আহসান আনুষ্ঠানিকভাবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন করেন। আর জাবির এ স্বপ্ন যাত্রার ৩০ বছর পর এ শতাব্দীর প্রথম প্রত্যুষে ২০০১ সালের ১২ জানুয়ারিতে তৎকালীন জাবি উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল বায়েস সাড়ম্বরে প্রথমবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন করে। তখন প্রতিবছর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপনের অঙ্গীকার করা হয়। সে মোতাবেক জাবি প্রশাসনের পরিবর্তনের পর বর্তমান প্রশাসন গত বছর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন করেছিল। কিন্তু এ বছর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন নিয়ে প্রথম থেকেই গড়িমসি করতে থাকে প্রশাসন। বিগত ২৩৮তম সিন্ডিকেটে প্রশাসন সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন না করার সিদ্ধান্ত দেয় বলে সূত্র মতে জানা গেছে। কিন্তু সে সময় জাবির প্রাক্তন ছাত্র ও সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক এমএ মতিন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে জাবির প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে শিক্ষক হিসাবে কর্মরত প্রায় শতাধিক শিক্ষকের মতামত গ্রহণের আহ্বান জানায়। সূত্র মতে উপাচার্য অধ্যাপক জসীম উদ্দিন আহমেদ তখন তার আহ্বানে সাড়া দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে প্রশাসন এ ব্যাপারে তাদের মতামত গ্রহণ না করেই বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এ প্রসঙ্গে জাবি উপাচার্য বলেন, আমরা প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস না করে এক বছর সমাবর্তন ও এক বছর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এক সাথে দুটো অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। যা একাডেমিক কার্যক্রমের জন্য ক্ষতিকর। কেননা ব্যাপক প্রস্তুতির জন্য শিক্ষকরা ক্লাস নিতে পারে না।